বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আত্মার আলো

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ১০ জুলাই ২০১৪ ॥ ২৬ আষাঢ় ১৪২১ ॥ ১১ রমজান ১৪৩৫ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ সংখ্যা ৪

হাদিয়া : ১০ টাকা

শরিয়তের দৃষ্টিতে ছবি রাখার বিধান

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশ্‌বন্দি মোজাদ্দেদি

সূরা বাকারাহ্ (রুকু ৩২) ২৪৮ নং আয়াতে আল্লাহতা'আলা বলেন, অক্ব-লা লাহুম্ নাবিয়্যুহুম্ ইন্না আ-ইয়াতা মুলকিহী-আইঁ ইয়া'তিয়াকুমুত্ তা-বূতু ফীহি সাকীনাতুম্ মির্ রব্বিকুম্ অবাক্বিয়্যাতুম্ মিম্মা-তারাকা আ-লু মূসা-ওয়াআ-লু হা-রূনা তাহ্মিলুহুল্ মালা-য়িকাহ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্লাকুম্ ইন্ কুনতুম্ মু'মি-নীন্।

অর্থ: তাদেরকে তাদের নবী বললেন, তার বাদশাহীর নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত আসবে, যার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্ত-প্রশান্তি রয়েছে এবং অবশিষ্ট বস্তু, সম্মানিত মুসা ও সম্মানিত হারুনের পরিত্যক্ত; সেটাকে ফেরেশতারা বহন করে আনবে। নি:সন্দেহে এর মধ্যে মহান নিদর্শন রয়েছে তোমাদের জন্য, যদি ঈমান রাখো।

তাফসীরে কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান টীকা (৫০৪)এ 'তাবূত' শামশাদ কাঠের তৈরি একটা স্বর্ণ-খচিত সিন্দুক ছিলো, যার দৈর্ঘ্য তিন হাত এবং প্রস্থ দুই হাত ছিলো। সেটাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)এর উপর নাযিল করেছিলেন।

■ ২-এর পাতায় দেখুন

কামেল পীর-মুর্শিদকে বাবা বলার অকাট্য দলিল

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশ্‌বন্দি মোজাদ্দেদি

বাবা শব্দের অর্থ হলো জনক, পিতার মত আশ্রয়স্থল, পুত্র বা পুত্র সমতুল্য (পুত্র স্থানীয়কে আদরে ও স্নেহ সম্বোধনে) ব্যবহৃত শব্দ, কামেল পীর-মুর্শিদ, সুফি, সাধু-সন্ন্যাসী এবং দেবতার প্রতি সম্মান সূচক উপাধি, বাবাজান অধিকতর শক্তিশালী সম্ভ্রমপূর্ণ উক্তি, এছাড়াও আঞ্চলিক ভাষাগত পার্থক্যের কারণে বিভিন্নভাবে বলা হয় যেমন, বাবুজী, বাবাজী, আব্বা, আব্বাজান, আব্বাহুজুর ইত্যাদি বলা হয়। বাবা বলা যায় এমন শব্দগুলো হচ্ছে ধর্ম জীবনের উপদেষ্টা, সাধক পন্থার নির্দেশক, শিক্ষক বা ওস্তাদ, সম্মানে বা বয়সে মুরব্বী, মাননীয় ব্যক্তি, দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি, মহান ব্যক্তি এবং গুরুর তুল্য মান্য ব্যক্তিকে বাবা বলা হয়।

আভিধানিক অর্থে :

A male who sires (and often raises) a child.
A male donator of sperm which resulted in conception.
A term of address for an elderly man.
A person who plays the role of a father in same way.
The founder of a discipline.

পবিত্র কোরআন শরীফে সূরা হাজ্জ ৭৮ নং আয়াতে আল্লাহতা'আলা বলেন, *অ জ্বা-হিদূ ফিল্লা-হি হাক্ব ক্ব জ্বিহা-দিহ্; হুওযাজ্ব তাবা-কুম্ অমা-জ্বা'আলা আলাইকুম্ ফিদ্দীনি মিন্ হারজ্ব; মিল্লাতা আবীকুম্ ইব্র-হীম; হুওয়া ছাম্মা-ক্কু মুল্ মুস্‌লিমীনা মিন্ ক্বলু অফী হাযা-লিয়াকূনার্ রসূলু শাহীদান্ 'আলাইকুম্ অ তাকূনূ শুহাদা-য়া 'আলান্ না-সি*

■ ২-এর পাতায় দেখুন

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশ্‌বন্দি মোজাদ্দেদি

রহমত বরকত নাজাতের মাস

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশ্‌বন্দি মোজাদ্দেদি

শরিয়ত ও তরিকতের দৃষ্টিতে মাহে রমজানের গুরত্ব : এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারাহ্ ১৮৩-১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেন: ইয়া আইয়্যুহাল্লাযী-না আ-মানূ কুতিবা 'আলাইকুমুছ্ ছিয়া-মু কামা-কুতিবা 'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিকুম্ লা'আল্লাকুম তাত্তাকূন্। আইয়্যা-মাম্ মা'দূদা-ত; ফামান্ কা-না মিন্‌কুম মারীদ্বোয়ান্ আও 'আলা-সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আইয়্যা-মিন্ উখর;অ'আলাল্লাযীনা ইয়ুত্বীক্বূনাহূ ফিদ্‌ইয়াতুন্ ত্বোয়া'আ-মু মিস্‌কীন্;ফামান্ তাত্বোয়াও য়্যা'আ খইরন্ ফাহুওয়া খইরুল্লাহ্; অআন্ তাছূমূ খইরুল্লাকুম্ ইন কুন্‌তুম্ তা'লামূন্। শাহরু রমাদ্বোয়া-নাল্ লাযী উন্‌যিলা ফীহিল্ কুর্‌আ-নু হুদাল্ লিন্না-সি অবাইয়্যিনা-তিম্ মিনাল্ হুদা-অল্ ফুরক্বা-নি ফামান্ শাহিদা মিন্‌কুমুশ্ শাহর ফাল্‌ইয়াছুম্‌হু অমান্ কা-না মারীদ্বোয়ান্ আও 'আলা-সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আইয়্যা-মিন্ উখর; ইয়ুরীদুল্লা-হু বিকুমুল্ ইয়ুস্‌রা অলা-

পবিত্র মাহে রমজান

ইয়ুরীদু বিকুমুল্ 'উস্‌র অলিতুক্‌মিলুল্ 'ইদ্দাতা-অলিতুকাব্বিরুল লা-হা 'আলা-মা-হাদা-কুম্ অলা'আল্লাকুম্ তাশকুরূন্।

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার, গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে, অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিস্‌কীনকে খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সঙ্গে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোযা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর

■ ২-এর পাতায় দেখুন

গীবতকারীদের সম্পর্কে কোরআন হাদিসে কঠোর হুঁশিয়ারী

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশ্‌বন্দি মোজাদ্দেদি

গীবত সম্পর্কে আল্লাহতা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন, অইলুল্লি কুল্লি হুমাযা-তি ল্লুমাযাহ্। (সূরা হুমাযাহ্ আয়াত-১)

অর্থ: ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্য, যে লোক-সম্মুখে বদনামী করে এবং পৃষ্ঠ-পেছনে (অগোচরে) নিন্দা করে।

[তাফসীরে কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান]

(টীকা ২-৮) এ আয়াতটি ওইসব কাফিরদের প্রসঙ্গে অবর্তীণ হয়েছে, যারা সৈয়দে আলম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মোজ্‌তবা সাল্লাল্লাহুতা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বেড়াতো এবং হযরতের বিরুদ্ধের 'গীবত' করতো। যেমন-আখ্‌নাস ইবনে শুরায়ক, উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখ। আর এ আয়াতের হুকুম প্রত্যেক গীবতকারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। মরতে দেবে না, যা সেই সম্পদের মোহে আত্মহারা এবং সৎকাজের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করছে না। অর্থাৎ জাহান্নামের ওই স্তরে, যেখানে আগুন হাড় ও পাঁজরগুলো চুরমার করে ফেলবে এবং কখনো ঠাণ্ডা হবে না। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জাহান্নামের আগুনকে হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়েছে, এ পর্যন্ত যে, তা লাল রং ধারণ করেছে। পুনরায় হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়েছে। অবশেষে, তা সাদা হয়ে গেছে। পুনরায় হাজার বছর পর্যন্ত জ্বালানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কালো রং ধারণ করেছে। ওই কালো রং হচ্ছে অন্ধকার। (তিরমিযী শরীফ) শরীরের বহির্ভাগকেও জ্বালাবে এবং শরীরের অভ্যন্তরেও পৌঁছবে। আর অন্তরসমূহকে দগ্ধ করবে। হৃদয় এমন এক বস্তু, যা সামান্যতম তাপও সহ্য করতে পারে না।

সুতরাং যখন জাহান্নামের আগুন তার উপর চড়াও হবে এবং মৃত্যুও আসবে না, তখন কী ভয়ানক অবস্থা হবে! হৃদয়সমূহকে জ্বালানো এ কারণেই হবে যে, তা হচ্ছে কু-ধারণাস্থল- কুফর, ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ এবং কু-উদ্দেশ্যসমূহের।

■ ২-এর পাতায় দেখুন

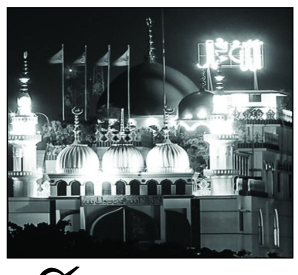

মুর্শিদ ক্বেবলাজান কুতুববাগীর উছিলায়

আলহাজ্ব মাওলানা হাবিবুর রহমান নূরী

যে সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বের অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে, সোনালী ইসলামের সুনির্মল আর্দশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রুহানী জগতে খাঁটি সুফিকূলের শিরোমণি মুর্শিদে মুজাহিদ হযরত খাজাবাবা আলহাজ্ব সৈয়দ জাকির শাহ্ (মা: জি: আ:)-

■ ২-এর পাতায় দেখুন

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

সম্পাদকীয় কলাম

প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক জলসা ও গুরু-রাত্রি পালনের মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা, ইবাদতে হুজুরী, ক্বলবের ছালিমসহ মানব কল্যাণ ও মানব সেবার জন্য বাবাজান ক্বেবলা শিক্ষা দেন। মহান আল্লাহ-তায়ালার নৈকট্য লাভের মহান শিক্ষা নিয়ম-পদ্ধতি ও তরিকা দেন এবং রাতের তৃতীয় ভাগে রহমতের ফায়েজ বাতানো শিক্ষা দেন।

বর্তমান সময় অতি গজবের সময়। জলে-স্থলে সব স্থানে গজব চলছে। জ্বলন্ত আগুন হাতে রাখা যত কষ্ট তার চেয়ে অধিক কষ্ট নিজের ঈমান রাখা। তাই বিপদ-আপদ, আজাব-গজব থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহ ও রসুল (সাঃ)এর নৈকট্য লাভের জন্য, সবাইকে সুফিবাদের এই সু-শীতল ছায়া তলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য বাবাজান সবসময় আহ্বান জানিয়ে থাকেন। প্রতি মাসের এই প্রকাশনায় খাজাবাবার সেই সব গুরুত্বপূর্ণ নসিহততেরই সারমর্ম হিসেবে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

রহমত বরকত নাজাতের মাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য রোজা সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না, যাতে তোমরা গণনা পূরণ করে এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার জন্য আল্লাহতা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

ক্বালান নাব্বিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কুল্লু আমালিবনী আদামা ইউদাইফুল হাছানাতু বিয়াআস্‌রী আমছালীহা ইলা সাব-ই মিয়াতী দি'ফীন ক্বালাল্লাহু তা'য়ালা ইল্লাছ ছাওমু ফা-ইন্নাহু লি ওয়া আনা আজযিবিহী ইয়াদাউ শাহওয়াতাহু ওয়া তয়ামাহু মিন আজলি লিছ ছাইমি ফারহাতানি। ফারহাতুন ইনদা ফিৎরিহী ওয়া ফারহাতুন ইনদা লিক্বাই রাবিহ্। অলা খালুফু ফামিছ ছইমি আতইয়াবু ইনদাল্লাহী মির রিহীল মিসকী। ওয়াছ ছিয়ামু জুন্নাতুন। ফাইযা কানা ইয়াত্তমু ছাত্তমী আহাদী কুম ফালা ইয়ারফুছ ওয়ালা ইয়াসখাব, ফাইন সারবাহু ফাল ইয়াকুল ইন্নিম রাউন ছ-ইমুন। [রাওয়াহুম সাইখান]

অথাৎ : রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করে দেওয়া হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু রোজা এর উর্ধে কেননা বান্দাহ আমারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য যৌন সম্ভোগ ও খানাপিনা ছেড়ে দেয়, সুতরাং আমি এর পুরস্কার দিব। রোজাদারের দুটি আনন্দ– প্রথম: ইফতারের সময়, দ্বিতীয়: আল্লাহ সঙ্গে মোলাকাতের সময়। নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধের চেয়ে আদরণীয়। রোযা ঢাল স্বরূপ, তোমাদের কেহ যেন রোযার দিনে জঘন্য কাজ ও বিবাদ বিসস্বাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সঙ্গে বিবাদ করতে চায়, তবে সে যেন বলে দেয় যে, আমি রোজাদার। (বুখারী, মুসলিম)

কামেল পীর-মুর্শিদকে বাবা বলার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফাআক্বীমুছ্ ছলা-তা অ আ-তুয যাকা-তা ওয়া'তাছিমূ বিল্লা-হ্; হুওয়া মাওলা-কুম্ ফানি'মাল্ মাওলা-অনি'মান্নাছীর্।

অর্থ: তোমরা আল্লাহর জন্য শ্রম স্বীকার কর, যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলির জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

সূরা আহযাবে, পারা ২২ আয়াত ৬ আল্লাহতা'আলা আরও বলেন, আন্নাবিয়্যু আওলা বিল্‌মু'মিনীনা মিন্ আন্‌ফুসিহিম্ অআয্‌ওয়া-জুহু উম্মাহা-তুহুম্ ।

অর্থ: নবী (সাঃ) মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।

দেখা যায় যে মানুষ সৃষ্টি এবং জন্মের শুরু থেকে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক জন্ম-সুতায় গাঁথা। পারিবারিক জীবনে জন্মদাতা বাবা তার ছেলেকে আদর করে বাবা বলে ডাকেন। আবার ছেলেও বাবাকে, বাবা বলে ডাকেন। তাহলে, এখানে কে কার বাবা? এর মধ্যে পার্থক্য কী? বুঝতে হবে, কাউকে কোনো সম্বোধন বা কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক শুধু রক্ত সম্পর্কের মাধ্যমেই হয় না। ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদীর সময় উভয় পক্ষ থেকে একজন উকিল থাকেন, যার মাধ্যমে বিয়ের শুভকাজ সম্পন্ন করা হয়, তাকে আমরা উকিল বাবা ডাকি। আবার শ্বশুরকে বাবা বলি। ছোট ছেলে-মেয়েকে আদর করে বাবা বলি। পথে-ঘাটে চলতে-ফিরতে গিয়ে রিক্সা চালক ও অন্যান্য গাড়ি চালকসহ অনেককেই বাবা সম্বোধন করা হয়। আবার মুরব্বিদেরকেও কেউ কেউ আদব বা সম্মানার্থে বাবা বলে সম্বোধন করি। বয়সে একটু বড় হলে তাকেও সম্মানার্থে অনেক সময় বাবা বলি। আসলে বাবা ডাকের মধ্যে আলাদা আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়। যেমন মায়ের ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)কে বাবা বলি, মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)কে বাবা বলি। এঁদের মধ্যে শুধু একজন হলেন জন্মতাদা বাবা এবং বাকিরা হলেন সম্বোধনমূলক। ফলে তরিকতের ভাষায়ও কামেল মুর্শিদ রূহানী (আত্মার) পিতা। তাই আমরা নিজ নিজ পীর-মুর্শিদকে খাজাবাবা বলে ডেকে তাঁর প্রতি ভালোবাসা-শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন করি।

লেখা আহ্বান

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ও জাকের ভাই-বোনদের প্রতি লেখা আহ্বান করা হল। আপনারা যদি এই পত্রিকায় সুফিবাদ, ইলমে তাসাউফ অথবা তরিকত সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত অনুভূতি বা মূল্যবান মতামত প্রকাশ করতে চান, তাহলে হাতে লিখে বা টাইপ করে তা পাঠিয়ে দিন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা–

সম্পাদক

মাসিক আত্মার আলো

৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রয়োজনে: ০১৭২৬৪৫৯০০৪

০১৭২৩৪৮২২৯৪

০১৯১২৪৭৫১৭৭, ০২-৮১৫৬৫২৮

ই-মেইল: masikattaralo@gmail.com

www.kutubbaghdarbar.org.bd

খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর দরবার শরীফের দায়রায়ে জান্নাতুল মাওয়ায় বসে ভক্ত-আশেক-জাকের মুরিদদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মে সুফিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করছেন

গীবতকারীদের সম্পর্কে কোরআন হাদিসে কঠোর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অর্থাৎ আগুনে নিক্ষেপ করে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। দরজাসমূহের বন্ধন অগ্নিময় লোহার স্তম্ভসমূহ দ্বারা মজবুত করে দেয়া হবে, যেন কখনো দরজা না খোলে। কোন কোন তাফসীরকারক এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, দরজাগুলো বন্ধ করে অগ্নিময় স্তম্ভ দিয়ে তাদের হাত-পাগুলো বেঁধে দেয়া হবে। তাফসীরে মারেফুল কোরআনের মধ্যে সূরা হুমাযাহ্ (৩০পারা), ১ নং আয়াতে আছে, অইলুল্লি কুল্লি হুমাযা-তি লুমাযাহ্। অর্থ: প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ। গীবত অর্থ: পরনিন্দা, কলঙ্ক, আহম্মকি, অত্যন্ত অপরিস্কার কর্ম, বিষ্ঠা ভক্ষণের মতো জঘন্য, কঠোর নিষেধাজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত শব্দ গীবত।

আভিধানিক অর্থে:

* To make spiteful standerous or defematory statement about someone.
* (informal) To attack from behind or when out of earshot.
* To speak badly of an absent individual.

পবিত্র কোরআনের সূরা হুজুরাত এর ১২ নং আয়াতে আরো উল্লেখ আছে, ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুজ্ব তানিবূ কাছীরম্ মিনাজ জোয়ান্নি ইন্না বা'দ্বোয়াজ্ব জোয়ান্নি ইছমুঁও অলা-তাজ্বাস্ সাসূ অলা-ইয়াগ্‌তাব্ বা'দ্বু কুম্ বাদ্বোয়া, আইয়ুহিব্বু আহাদুকুম আইঁ ইয়া'কুলা লাহ্‌মা আখীহি মাইতান্ ফাকারিহ্ তুমূহ্, অত্তাকুল্লা-হ্, ইন্নাল্লা-হা তাওয়্যা-বুর্ রহীম্। অর্থ: হে মু'মিনরা! বহু ধারণা থেকে দূরে থাক; কেননা, কিছু ধারণা পাপের কারণে হয়ে থাকে। আর তোমরা কারো গোপন খোঁজ করো না, একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ কর? তোমরা অপছন্দই করবে। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

সূরা বনী ইস্‌রাঈল ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, অলা-তাক্ব ফু মা-লাইসা লাকা বিহী 'ইল্‌ম্; ইন্নাস্ সাম্'আ অল্ বাছোয়ার অল্ ফুওয়া-দা কুল্লু উলা-য়িকা কা-না 'আনহু মাস্‌উলা-। অর্থ: তুমি এমন বিষয়ের অনুসরণ করো না, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই। কর্ণ, চক্ষু ও মনসহ প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহতা'য়ালা সূরা ক্বাফ্- ১৮ নং আয়াতে আরো বলেন, মা-ইয়াল্‌ফিজু মিন্ ক্বওলিন্ ইল্লা-লাদাইহি রক্বীবুন্ আতীদ্। অর্থ: সে যা কিছু উচ্চারণ করে, তার নিকটতম অপেক্ষামান প্রহরী তা সংরক্ষণ করে থাকে।

গীবত সম্পর্কে হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে, আন আবি মুসা (রা:) ক্বালা কুল্‌তু ইয়া রাসুলাল্লাহ আইয়ুঁল্ল মুসলেমীনা আফজালু? ক্বালা মান ছালেমান মুসলেমুনা মিন লেছানিহী ওয়া ইয়াদিহী (মুত্তাফাকুন আলাইহ্)

অর্থ: হযরত আবু মুসা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদিস শরীফে আরো উল্লেখ আছে, আল্ গীবাতুআসাদ্দু মিনাজ জিনা। অর্থ: গীবত ও পরনিন্দা জেনার চেয়েও মারাত্মক পাপ। বর্তমান সমাজে দেখা যাচ্ছে যে, এক শ্রেণীর মসজিদের ইমাম, আলেম, হাফেজ-ক্বারী ও উম্মি লোকেরা মসজিদ, হাট-বাজার, দোকান-পাট এবং বিভিন্ন স্থানে বসে দেশ-রাষ্ট্র, অলি-আল্লাহ, হক্কানী পীর-মাশায়েখগণ এবং অন্যান্য মানুষের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও গীবত করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কোরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে এমন লোকদের পিছনে, সরল প্রাণ মুসলমানদের নামাজের একতাদা করা ঠিক হবে কিনা? পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন। যেহেতু হাদিস শরীফে আসছে– আল্ গীবাতু আশহাদ্দু মিনাল যিনা। অর্থ: গীবত ও পরনিন্দা জেনার চেয়ে অতি গুনাহ্। তাই, এই লোকদের অনুরোধ করি, দয়া করে আপনারা গীবতের মত এই পাপ থেকে নিজেরাও বাঁচেন এবং অন্যদেরকেও বাঁচান। তাই কামেল পীর-মুর্শিদের কাছে গিয়ে আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা এবং নামাজে হুজুরি করার চেষ্টা তদবির করেন। তাতে নিজের, সমাজের সর্বোপরি রাষ্ট্রের মঙ্গল হবে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর মধ্যে সমস্ত নবী (আঃ)এর ফটো রক্ষিত ছিলো। তাঁদের বাসস্থান ও বাসগৃহের ফটো ছিলো এবং শেষ ভাগে হুজুর সৈয়দে আম্বিয়া (নবীকুল সরদার) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের এবং হুজুর করীম (সাঃ)এর পবিত্রতম বাসগৃহের ফটো একটা লাল ইয়াকূতের মধ্যে ছিলো, যাতে হুজুর (সাঃ) নামাজেরত দণ্ডায়মান-অবস্থায় এবং তাঁর (সাঃ) চারপাশে সাহাবাহ কেরাম। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম সেসব ফটো দেখেছেন। সিন্দুকখানা বংশ পরম্পরায় হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত পৌঁছলো। তিনি এর মধ্যে তাওরীতও রাখতেন এবং তাঁর বিশেষ বিশেষ সামগ্রীও।

ছবির ঘটনা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) প্রণীত বিশ্বখ্যাত তাফসীরে মাজহারী ১ম খণ্ডে বর্ণিত আছে, যে সমস্ত মানুষ এই ছবি নিয়ে সমালোচনা করে, তারাই এই ছবি সর্বদা বহন করে ইবাদত বন্দেগী করেন বা চলাফেরা করেন। দেখা যায় যে, মানুষের জীবনে চলতে গেলে সর্ব প্রথম টাকা-পয়সার প্রয়োজন। সেই টাকাতেই ছবি আছে যা সকলেই ব্যবহার করেন।

দ্বিতীয়ত জাতীয় পরিচয় পত্রে ছবি আছে, বিদেশ ভ্রমণ বা হজ্ব করতে গেলে (পাসপোর্ট) ছবি লাগে, কর্মস্থলে ছবি লাগে, ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠানে পরিচয়পত্র ও অন্যান্য কাজে ছবি লাগে, জমি ক্রয়-বিক্রয় করতে গেলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ছবি লাগে, প্রতিটি সরকারি অফিসে রাষ্ট্র প্রধান বা সরকারের ছবি বাধ্যতামূলক রাখতে হয়। এমনকি ইসলামের নাভি-মূল সৌদি আরবের রাজা-বাদশাহর ছবি রিয়েলে (সৌদি মুদ্রা) মুদ্রিত আছে এবং তাদের ছবি অফিস-আদালতে বাধ্যতামূলক রাখতে হয়।

এ ছাড়াও যে সমস্ত আলেম সম্প্রদায় ছবি নিয়ে সমালোচনা করে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বক্তৃতা করেন, সেখানে তাদেরই ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। দৈনিক পত্রিকাসহ আরো কত শত গণমাধ্যমে নিজেদেরসহ সহস্র ছবি ছাপা হচ্ছে! এ নিয়ে তাদের কোনো জবাব আছে কি? এছাড়াও দেখা যায় যে, টিভি চ্যানেলে এবং পত্র-পত্রিকায় বাণিজ্যিকভাবে তাদের প্রকাশিত সিডি-ক্যাসেটের মোড়কে ছবি ব্যবহার করেন। তাই পাঠকগণ আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন, ছবির প্রয়োজন বা দরকার আছে কিনা।

মুর্শিদ ক্বেবলাজান কুতুববাগীর উছিলায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর নাম বিশেষভাবে বলা যায়। একথা সত্য যে, তিনিই বর্তমান সুফি সাধক-কুলের, সুফিবাদের গৌরব এক উজ্জল নক্ষত্র। কারণ, তিনি নকশ্‌বন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সর্বশেষ একমাত্র খেলাফতপ্রাপ্ত পীর-মুর্শিদ। তাপসগণের শিরমণি দরদী বান্ধব খাজাবাবা বেলায়েতীগণের দীপ্তিময় সূর্য-স্বরূপ মর্যাদালাভ করেছিল, বাবাজান মাতৃগর্ভে থেকেই মাদারজাত আল্লাহর প্রেমি অলি হিসাবে। আমি মো: হাবিবুর রহমান নূরী একবার বাবাজানের সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। কেরামতে আউলিয়াওঁ হাক্কুন। আল্লাহর-অলিদের কেরামত সত্য। ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই সফর। টঙ্গির মোস্তফা ভাইজানের স্ত্রীর বড় ভাই, জনাব মুসা ভাইজান ছিলেন। তিনি সরকারী সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে চাকুরি করতেন, আজমীরগঞ্জ তাঁর বাসায় বাবাজান কদম রাখলেন। সেখান থেকে ট্রলার যোগে বিভিন্ন স্থানে বাবাজান মাহ-ফিল, সভাসমাবেশে উপস্থিত হয়ে মানুষের হেদায়েতের জন্য সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় নসিহতবাণী পেশ করতেন। সাতদিন পর্যন্ত সেখানে আমরা থাকলাম একসঙ্গে। খাওয়া-দাওয়া করলাম সবাই কিন্তু বাবাজানকে একবারও বাথরুমে যেতে দেখলাম না। আল্লাহর অলিগণ পায়খানা প্রস্রাব কন্ট্রোল করতে পারেন। দেখলাম, বুঝলাম বাবাজান নিঃসন্দেহে একজন আল্লাহর প্রিয় অলি। ওই সফরে মনের কত কথা বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাবাজানের নূরের চেহারা দেখার পর কিছুই বলতে পারলাম না। অনেক সাহস করে একবার বললাম, বাবাজান আমার শ্বশুর সাহেব দীর্ঘ দিন ধরে নিখোঁজ আছেন। কত পীর-ফকিরের কাছে গেলাম, সবাই বলেন, তিনি মারা গেছেন। এ কথা শোনার পর বাবাজান, চোখ বন্ধ করে বললেন, তোমার শ্বশুর রেজভী সাহেব বেঁচে আছেন। কদম ধরে বললাম, বাবাজান আমারা কি ওঁনার দেখা পাব? কোথায় পাব? বাবাজান বললেন, আগামী মাসেই ওনাকে পাবা। আল্লাহর অলির জবান ও আল্লাহর জবান এক। বাবাজানের দোয়ার বরকতে দীর্ঘ বাইশ বছর পরে সত্যি সত্যি ওঁনাকে আমরা ফিরে পেলাম। আল্‌হামদুলিল্লাহ!

একবার বাবাজানের কদমে নালিশ দিলাম, বললাম, বাবা পবিত্র হজ্ব জিয়ারত করতে ইচ্ছা হয়। দরদী বাবাজান বললেন, তোর হজ্ব জিয়ারত হবে। এর মাত্র তিন দিন পর, স্বপ্নে আমার হজ্ব জিয়ারত হয়েছে। পাগল হয়ে বাবাজানের কদমে হাজির হয়ে, চোখের পানিতে নালিশ দিলাম, বাবা আমি স্বশরীরে হজ্ব করতে চাই। দরদী বান্ধব আমাকে বললেন, তোর হজ্ব ব্যবস্থা হবে। সত্যিই বাবাজানের দোয়ায় আমার হজ্বের ব্যবস্থা হয়ে গেল, দয়ার নবী, মায়ার নবী মহানবী (সাঃ)এর পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারত আল্লাহর রহমতে করলাম। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের রেখে যাব, বাচ্চাদের মায়ায় চোখের পানি রাখতে পারলাম না। বাবাজান আমার হাতে হাত রেখে সান্তনা দিয়ে বললেন, আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, আজরাইল আমাকে না বলে তোকে নিবে না। এত জোর দিয়ে অত বড় কথা কোনো সাধারণ মানুষ বলতে পারেন না। আমার দরদী বান্ধব মুর্শিদের দোয়ায়, হজ্ব জিয়ারত করে সুস্থ শরীরে পরিবারের কাছে ফিরে এসেছি। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আমি দেখেছি, কিন্তু আমার মুর্শিদের মত নূরাণী আদর্শবান আর কাউকে দেখিনি। তাই বলি, আমার দিলে ইস্ক যাহা, বুলবুলিরও দিলে নাই। আমার ফুলে গন্ধ যাহা, আর কোন ফুলে নাই।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

সহজ মানুষের সঙ্গলাভে নতুন জীবন

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনেক গুণের কথা শুনি এবং তা নিজের জীবনে কাজে লাগাতে শুরু করি, নিজের অজান্তেই। আজকে লিখতে বসে মনে হলো সেসব কথা শুনলে, মনের গভীর থেকে কেউ বলত– এটাই সঠিক। আসলে মনের ভিতরে কোনো বিষয় দারুণভাবে দাগ না কাটলে, কেউই তা পালন করতে পারে না।

এরপর এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, ২০০৬ সালের মহাপবিত্র ওরছ শরীফ। ওই দিন ছিল আখেরি মোনাজাতের আগের রাত। এমনিতেই মাহবুব ভাইকে ফোন দিয়েছিলাম তিনি বললেন, ওরছ শরীফে আছেন। আমাকেও দাওয়াত দিলেন আখেরি মোনাজাতে শরিক হতে। পরের দিন আমি গেলাম। মাহফিলের স্থান ছিল মানিক মিয়া এভিনিউস্থ রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে। আমি কিছুটা মাঠের পিছন দিকে বসলাম। সেখান থেকে মঞ্চ পরিস্কার দেখা যায় না। জুমার নামাজ শেষ হওয়ার পর, বাবাজান মোনাজাত শুরু করলেন। কণ্ঠস্বর শুনেই আঁতকে উঠেছিলাম! এ কী শুনছি! এত মধুর কণ্ঠস্বর। বাবাজানের সঙ্গে মোনাজাতে আল্লাহর দরবারে হাত তুললাম, কান্নার ঢেউ উপ্চে উঠে অঝোরে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। সারাজীবনে এত কাঁদিনি কখনও। পড়নের জামা প্রায় পুরটাই ভিজে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে ধ্যানমগ্নতার মধ্যে চলে গেলাম তখন মনে হল, আমি এমন একটা জায়গায় বসে আছি, যেখানে আমি আর বাবা ছাড়া কেউ নেই। বাবা একটি টিলার মত উঁচু জায়গায় বসা আর আমি নিচে।

ধর্মভীরু মানুষ কখনও ছিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় নিজেকে একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ মনে করতাম। সব কিছুই যুক্তি দিয়ে বিচার করতাম। আধ্যাত্মিকতা ব্যাপারটাকে মনে হতো কুসংস্কার এবং অশিক্ষার ফল। কিন্তু একজন মানুষের শুধু কণ্ঠস্বর শুনেই ভিতরে এমন অনুভূতি হবে কখনও ভাবিনি। আসলে এটা এমন এক অনুভূতি যা, লিখে বা বলে বোঝানো যাবে না। যাদের হয়েছে কেবল তারাই বুঝবেন। এই অনুভূতির কথা যতবার চিন্তা করেছি বা কাউকে বলেছি, গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যেত। লিখতে গিয়েও তা হচ্ছে। বাবাজানের মোনাজাত শেষে আমার মনে হল, শত জন্মের কালিমা যেন ভিতর থেকে বের হয়ে গেল। ফিরে পেলাম নতুন জীবনীশক্তি। কিছুদিন পর দরবারে যাতায়াত শুরু হয়। তখন খানকা শরীফ ছিল ফার্মগেট, খামারবাড়ি কৃষি ভবনের ঠিক পিছনে মনিপুরীপাড়ায়। ৩৪ ইন্দিরা রোডের বর্তমান দরবার শরীফ (সদর দপ্তর)-এর কাজ চলছে। মাহ-বুব ভাইয়ের সঙ্গে প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক গুরুরাত্রিতে দরবার শরীফে যাওয়া শুরু করি। সম্ভবত দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার আমি এই মহাগুরু, মহাসাধকের শাহাদাত অঙ্গুলির পবিত্র স্পর্শ নিজের ক্বালবে নিয়ে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের মাধ্যমে নকশ্বন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সুশীতল ছায়াতলে আত্মনিয়োগ করি।

সেই থেকে প্রায় আট বছর অধম কাঙ্গাল মিসকিন আমি বাবাজানের পবিত্র কদমে আছি। এ সময়ের মধ্যে নিজের জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আমি একজন নৈরাশ্যবাদী মানুষ ছিলাম। এখন শত জাগতিক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আশার আলো দেখতে পাই। আগের মত অল্পতেই হতাশ হই না। পারিবারিক জীবনেও এসেছে শান্তিময় মনোরম পরিবেশ। শারীরিক অসুস্থতাও দূর হয়েছে অনেক আগে। মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছি। খাজাবাবা বলেন, প্রেমের কারণেই আল্লাহ এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এর ভিতর দিয়েই আল্লাহকে পাওয়া যায়।' নিজের ভিতর যে 'আমিত্ব' নামক দানব বাস করে, তা-ই জানতাম না। এখন সেই দানবকে চিনতে পারি অনেক সময়, তখন তার সঙ্গে যুদ্ধ করি। মাঝে মধ্যে মনে হয়, দানব পরাজিত। কিন্তু আবার দেখি কোনো এক পথে সে হাজির। সেই দানবকেও পরিপূর্ণ বশ করতে পারব একদিন আমার মুর্শিদ ক্বেবলার উছিলায়, এই বিশ্বাস করি। অনেকে হয়ত বলবেন, এসব শিক্ষা তো বই-পুস্তকে আছে। আছে, আমিও জানি; কিন্তু শুধু বই পড়ে এই জ্ঞান অর্জন দূরে থাক, উপলব্দিতেও আসবে না। আর তাছাড়া বই-পুস্তকের জ্ঞান দিয়ে আপনি এই আত্মযুদ্ধে নফসের সঙ্গে জয়ী হবেন– এ আশা করা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কোনো মাদ্রাসা-স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যাবে না। এই শিক্ষা শুধু একজন কামেল মোকাম্মেল মুর্শিদের কাছেই পাওয়া যায়। খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের মত কামেল অলি-আল্লাহগণ এমন মানুষ, যাঁরা শুধু দিতে এসেছেন, বিনিময়ে কিছুই নিতে চান না। তাঁরা শুধু একে অন্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, শান্তি ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে চান। আর এ সবকিছুই আমাদের সার্বিক মঙ্গলের জন্যে প্রয়োজন। তাঁরা মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে এত ভালোবাসেন, মায়া করেন, তা বর্তমান জগতে সত্যিই বিরল এর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

হয়ত অনেকে ভাবছেন, এটা হয় নাকি এই ডিজিটাল যুগে? তাদেরকে আমি বলব, হয়, আসলেই হয়। এই অসম্ভবকে সম্ভবরূপে দেখতে হলে এমনই একজন মানুষের সঙ্গে উঠাবসা করতে হবে। দূর থেকে আমরা না জেনে, না বুঝে কারো মুখে শুনে কিংবা ধারণা করে অনেক সময় অনেক মন্তব্য করি, আমি নিজেই করতাম। আমার মুর্শিদের কাছে এসে বুঝতে পারলাম, এটা কত বড় পাপ। নাউজুবিল্লাহ! পীর নামধারী অনেক ভণ্ড লোকও আছে। কিন্তু কামেল-মোকাম্মেল পীর-মুর্শিদ সবাই হতে পারেন না। যাচাই করে নিতে হয়। এই লেখার মাধ্যমে অধমের বিনীত অনুরোধ রইলো, বিশেষ করে আমার মতো যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের প্রতি। বস্তু জগতের কোথাও শান্তি নেই। আমরা যতই শান্তি শান্তি বলে মুখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছি, আসলে কিন্তু অশান্তির শেষ নেই। শান্তি আছে শুধু সুফিবাদ বা আধ্যাত্মিক জগতে। সুচিন্তার সেই জগতে যেতে হলে, নিতে হবে সুফিবাদের শিক্ষা। কারণ, সুফিবাদই শান্তির পথ এবং এ পথের বিকল্প কোনো সুশৃংখল পথ নেই। সুফিবাদের শিক্ষা একা একা কেউ অর্জন করতে পারে না। এর জন্য চাই একজন সত্যিকারের কামেল মোকাম্মেল পীর-মুর্শিদ বা সুফি-সাধকের বরকতপূর্ণ সান্নিধ্য এবং তাঁর দেওয়া সিলেবাস অজিফা আমলসহ হুজুরী ক্বলবে নামাজ আদায়। সুফিবাদ মানে সংসার ত্যাগী বৈরাগ্যতা নয়, কর্মবিমুখতা বা অলসতা নয়। জাগতিক কাজ-কর্ম তো করতেই হবে; এর সঙ্গে যদি সুফিবাদের আদর্শ-শিক্ষায় জীবনযাপন করা যায়, তাহলে সেই জীবন হবে শান্তির, চির কল্যাণকর। তখন নিজের ভিতর আরেক নিজের জন্ম হবে, সেই নিজ হবে সাদা মনের মানুষ, যাঁর মধ্যে কোনো অন্ধকার-কালিমা নেই। শেষ করি বাউল ফকির লালন সাঁইয়ের বাণী দিয়ে– 'সহজ মানুষ ভজে দেখ না রে মন দিব্যজ্ঞানে/ পাবি রে অমূল্য নিধি বর্তমানে ॥' তাই কোরআন-হাদিস মতে প্রতিটি মানুষকেই একজন কামেল মুর্শিদের উছিলা ধরতে হবে, যে উছিলা নিয়ে পরপারে হাজির হতে হবে মহান আল্লাহর সামনে, তখন উছিলা ছাড়া কোনো উপায়ই থাকবে না। রসুলপাক (সাঃ)এর উম্মতের উছিলা তিনি নিজেই কিন্তু সেই রসুল (সাঃ)কে পেতে হলেও উছিলা ধরতে হবে। বর্তমানে হাতের কাছে পেয়ে যদি সেই উছিলা না ধরে মরে যাই তবে, এর চেয়ে আহাম্মকি আর কী হতে পারে?

মহাপবিত্র ওরছ শরীফের মঞ্চে মিলাদে কেয়ামরত খাজাবাবা কুতুববাগী

স্বপ্নে দেখা সেই নূরাণী মানুষের

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফিরে আসার সময় লক্ষ্য করলাম, মাননীয় মন্ত্রীকে দেখে তারা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন। মন্ত্রী মহোদয় সালাম বিনিময় করে তাদের উদ্দেশে বললেন, আমার এখানে আসতে বড় দেরি হয়ে গেল। আপনারা যুবক, এই বয়সে এখানে আসতে পেরেছেন, এটা আপনাদের সৌভাগ্য। আমার দুর্ভাগ্য আমি আপনাদের বয়সে এখানে আসতে পারিনি। যদি পারতাম, তবে নিজেকে অতি সৌভাগ্যবান মনে করতাম। আপনারা সঠিক স্থানে এসেছেন, লেগে থাকেন। সঠিক পথ পাবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করবো। এই বলে মন্ত্রী মহোদয় ফিরলেন, যুবক জাকের ভাইয়েরা আদবের সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয়কে লিফ্ট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন এবং বললেন, স্যার, আবার আসবেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমাকে যে আসতেই হবে। বারবার আসতে হবে। কারণ এখানে এসেছিলাম খালি ভাণ্ড নিয়ে, এখন তা পূর্ণ করে নিয়ে গেলাম।

মন্ত্রী মহোদয় এরপরে যেদিন কুতুববাগ দরবার শরীফে আসেন, ওই দিন ছিল সোমবার, পবিত্র ওরছ শরীফ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমা শেষে কর্মী ছুটির দিন। তবারকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্বেবলাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে কর্মী ছুটির অনুষ্ঠানে দরবারের তৃতীয় তলাসহ পুরো দশতলা ভবনে উপস্থিত হাজার হাজার আশেক-জাকের ভাইদের সামনে মন্ত্রীমহোদয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে গিয়ে আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েন। সবার সামনে খাজাবাবাকে স্বপ্নে দেখার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। তিনি আরও বললেন, প্রিয় আশেক-জাকের ভাইয়েরা, আমি মনে মনে নিয়ত করেছি রাজনীতি শেষে আমার বাকি জীবনটা এই কুতুববাগ দরবার শরীফেই কাটিয়ে দেব। সারাজীবন আমি মনের ভিতর যা লালন করে আসছি, তার পুরোপুরি এই দরবার শরীফে এসে দেখলাম এবং পেলাম। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। কারণ, সুফিবাদই শান্তির পথ। এই সুন্দর সম্প্রীতির বাণী সারাবিশ্বে প্রচারে অংশ নিতে পারলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো।

সম্মানীত পাঠকদের প্রতি আমার আকুল অনুরোধ, এই লেখাটি পড়ে যদি আপনাদের অন্তরে নিজেকে জানার কিংবা নিজেকে চেনার জন্য সামান্যতম অনুভূতি জাগে, তাহলে আমি বলবো একটু কষ্ট করে হলেও কুতুববাগ দরবার শরীফে আসবেন। সরাসরি প্রত্যক্ষ করবেন ক্বেবলাজানের আদর্শ এবং মানব কল্যাণের জন্য তাঁর যে বাণী সুফিবাদই শান্তির পথ' এই কথার সত্যতার প্রমাণ পাবেন। কারণ, রসুলপাক (সাঃ)-এর যে শিক্ষা, আদর্শ, সেই শিক্ষা, আদর্শ থেকে আমরা শুধু অজ্ঞতার কারণে কতখানি দূরে সরে আছি কিংবা দিন দিন আরও দূরে সরে যাচ্ছি, তা প্রকৃতভাবে না জানলে কোনোদিনও বুঝা যাবে না এবং মুক্তির কোনো পথ নেই। আমি বিশ্বাস করি, ক্বেবলাজানের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব রসুল (সাঃ)-এর যে সত্য ইসলাম, সেই ইসলামের মর্মবাণী প্রচার ও প্রসার করার জন্যই মহান আল্লাহপাক রাব্বুলআলামিন খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে আমাদের মধ্যে আলোকবর্তিকা রূপে পাঠিয়েছেন। তিনি অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে খাবার দিচ্ছেন। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করছেন। বিপদ-আপদে পথহারা মানুষদের সঠিক পথের সন্ধান দান করছেন। নিজ নিজ অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সৎ পরামর্শ দিয়ে দেশ-বিদেশের প্রায় ৪০,০০০০০ (চল্লিশ লাখ) ভক্ত-আশেক-জাকের ভাই-বোনদের আত্মাকে (ক্বলব) শুদ্ধ করার শিক্ষা দিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুপথ নির্মাণ করে দিচ্ছেন। কারণ, তাঁর আদর্শ বা শিক্ষা 'মানবসেবাই পরম ধর্ম'। মানুষকে সেবা করলে স্বয়ং আল্লাহ'তায়ালা সেই সেবা গ্রহণ করেন ইত্যাতি।

ব্যক্তি জীবনে মন্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারীর দায়িত্ব পালন করছি। তাই অধম গুনাহগার এই আমাকেও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকতে হয় বলে, প্রতিদিন অনেক মানুষের সঙ্গে দেখা করতে হয়। তাদের নানা রকম প্রয়োজনের কথা শুনতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, এ কারণে অনেক সময় বিরক্ত হয়ে পড়ি। আবার কখনো তার বহি:প্রকাশও ঘটে যায়। কিন্তু কুতুববাগ দরবার শরীফে এসে দেখলাম যে, এখানে দেশ-বিদেশের বিভি-ন্ন অঞ্চল থেকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তাদের নানান সমস্যা, দুঃখ-দুর্দশা, অভাব অনটনের ফিরিস্তি নিয়ে ক্বেবলাজানের কাছে নালিশ করতে আসেন। অথচ তিনি পরম ধৈর্য্য সহকারে তাদের সব কথা শোনেন এবং তা লাঘব করার জন্যে সঠিক পরামর্শ দান করেন। কাউকেই তিনি খালি মুখে দরবার শরীফ ত্যাগ করতে দেন না। তাঁকে কখনো দেখিনি কারো সঙ্গে উত্তেজিত হতে বা উঁচস্বরে কথা বলতে। বিভি-ন্ন বই-কিতাব পড়ে জেনেছি যে, এমন গুণেরই অধিকারী ছিলেন মহানবী হযরত আহাম্মদ মুজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এবং সেই গুণে গুণান্বিত আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর। তিনি সবাইকে এক দৃষ্টিতে দেখেন। ছোট বড় সবাইকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেন। যত তাঁকে দেখি, ততো অবাক হই আর ভাবি, কী করে সম্ভব এত মানুষের সঙ্গে কান্তিহীন সাক্ষাৎ দান করা এবং তাদের নালিশ শোনা? সম্মানীত পাঠক আপনারাও আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, নিশ্চয়ই এতো ধৈর্য্য নিয়ে এ কাজ কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এমন সুন্দর ও কোমল ব্যবহার যা কোনো মহা-মানব ছাড়া হতে পারে না। এ যেন আল্লাহপাকের প্রিয় হাবীব রসুলপাক (সাঃ)-এর নিদর্শন তাঁর ভিতরে স্পষ্ট রয়েছে। সুবহানআল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!

বাবাজানের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে নিজের মনের সব অশান্তি দূর করে আলোকিত মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছি। এখানে আরোও একটি সত্যি কথা বলে রাখি যে, ক্বেবলাজানকে দেখলে মনের ভিতর কোনো প্রকার দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা অবশিষ্ট থাকে না। যেন কর্পূরের মত সব উড়ে যায়! তাই কবির ভাষায় বলতে চাই–

আমি যেদিন একা একা এসেছিলাম ভবে/ কেঁদেছিলাম একা আমি হেসেছিল সবে/ এমন জীবন হবে করতে গঠন/ মরণে হাসব আমি, কাঁদবে ভুবন।

আমার আদর্শ মহাপুরুষ

শেষ পৃষ্ঠার পর

চাওয়া-পাওয়া, যার প্রকৃত উদাহরণ আমি। কারণ আমার কোন কিছুর প্রয়োজন হলে বাবাজানের কাছে নালিশ করেছি, কিছু দিনের মধ্যেই তা পূরণ হয়েছে! একমাত্র আল্লাহ-তায়ালাই পারেন অসম্ভবকে সম্ভব করে দিতে এবং তা করেন তাঁর অলি-বন্ধুদের মাধ্যমে। বাবাজান সবসময় বলেন, আপন পীরের খাছলতে (স্বভাবে) খাছলত ধরুন, তবেই ত্রাণ ও শান্তি। কখনও মিথ্যা বলবেন না। যত বড় কঠিন বিপদ আসুক না কেন সবসময় সত্যের উপর অবিচল থাকবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্য করবেন। মুর্শিদের পবিত্র মুখে যখন নীতি ও আদর্শের কথা বলেন, তখন মনে হয় সবকিছু ভুলে বাবাজানকে দেখি, আর প্রাণ ভরে তাঁর কথা শুনি। সেই দরদী কণ্ঠে কী যে এক আকর্ষণ রয়েছে! যত দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা থাকুক না কেন, বাবাজানকে দেখা মাত্র সব ভুলে যাই।

প্রায় ২১ বছর বাবাজানের সান্নিধ্যে তাঁর খেদমতে আছি। কিন্তু যখনই বাবাজানকে দেখি তখনই মনে হয়, এই বুঝি প্রথম দেখলাম। আল্লাহপাক বাবাজানের চেহারায় এমনই এক নূরের জ্যোতি দান করেছেন, যা কারও সঙ্গে তুলনা করার মত নয়। তাই আমার দৃষ্টিতে বর্তমান জামানার আদর্শবান মহাপুরুষ হচ্ছেন, শাহসুফি খাজাবাবা কুতুববাগী (মা.জি.আ.)। যাঁর আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে পবিত্র মধুর বাণী শুনে এবং তাঁর নূরাণীময় রূপের কিরণে মুগ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষ বাবাজানের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে নিজেদের নফসের এসলাহ অর্থাৎ, আত্ম-পরিশুদ্ধতা করে খুঁজে পাচ্ছেন আল্লাহ-রসুলের সঠিক পথের সন্ধান। আমি জানি মনগড়া কোনো কিছু বলে অথবা লিখে কখনোই সত্যতা প্রমাণ করা যায় না। আল্লাহ এবং রসুল (সাঃ)কে দেখি নি। কিন্তু যখন বাবাজানকে দেখি তখন আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের কথা খুব বেশি করে মনে পড়ে তখন ভাবি, যে আল্লাহ এত সুন্দর রূপে আমার মুর্শিদ ক্বেবলাজানকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের মত পথ হারা, বিপথগামী মানুষদের আলোর পথ দেখাতে, হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেন, সেই আল্লাহ না জানি আরও কত সুন্দর! সোবহানআল্লাহ।

তাই তো খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে যত দেখি তৃষ্ণার্ত চাতকের মত চেয়ে থাকি তবু তৃষ্ণা মিটে না। মনে হয় এখনও বুঝি আমার ভালো করে দেখা হয়নি আরও একটু দেখি। আসলে এই দেখার শেষ নেই। কেমন করে শেষ হবে এই দেখা? তিনি যে আমার 'মনের মানুষ' জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে। শুনেছি এবং বই-কিতাবে পড়েছি যে, আল্লাহপাক হযরত ইউসুফ (আ.)কে কান্তিময় রূপ ও সুঠাম শারীরিক গঠন দান করেছিলেন। আমার মুর্শিদ শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি-মোজাদ্দেদি (মা.জি.আ.) ক্বেবলাজানকেও আল্লাহপাক যে অপরূপ নূরাণী সৌন্দর্য্য দিয়েছেন তাতে বুঝা যায় যে, ইউসুফ (আ.)-এর রূপ কেমন হতে পারে। সে সময় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য্যে পাগল হয়েছিলেন মিসরের সর্ব স্তরের মানুষ। আসলে তাঁরা শুধু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর রূপের জন্য নয় বরং ইউসুফ (আ.)-এর রূপের পাশাপাশি আল্লাহপাক নবুওয়াতের যে গুণ তাঁকে দান করেছিলেন, সেই গুণের জন্যও পাগল হয়েছিলেন।

কিন্তু ইউসুফ (আ.)-এর প্রেমে মানুষ যেমন মশগুল ছিল, তেমনি শত্রুর সংখ্যাও কম ছিল না। শত্রুতা আর হিংসা করেই ইউসুফ (আ.)-এর আপন ভাইয়েরা তাঁকে কুপের মধ্যে ফেলে হত্যা করতে চেয়েছিল। কথায় আছে রাখে আল্লাহ মারে কে? ঘটনাক্রমে আল্লাহপাক তাঁর কুদরতের মাধ্যমে ইউসুফ (আ.)কে বাঁচিয়ে রেখে সম্মানের সঙ্গে মিসরের অধিপতি করে মসনদে বসালেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মিসরের বাদশা হিসেবে ইউসুফ (আ.)কে মসনদ দান করার পিছনে বিবি জুলেখার ভূমিকা ছিল উছিলা স্বরূপ। কারণ, নির্দোষ নবী ইউসুফ (আ.)কে এই জুলেখার চক্রান্তেই জেলে যেতে হয়েছিল। তবে এটা ছিল আল্লাহপাকেরই ইশারায় এক হেফাজতখানা। আল্লাহপাক যাঁকে সম্মান দিয়ে তাঁর মনোনীত উচ্চাসনে বসাবেন, তাঁকে যদি মুষ্ঠিমেয় মানুষ জীবনভরও দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে তা যেমন বিফল হবে এবং তারা নিকৃষ্টদের দলে পর্যবসিত হবে তাতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

কথায় আছে উঁচু গাছে বাতাস লাগে বেশি। আর যে গাছে ফল থাকে সেই গাছেই মানুষ ঢিল ছুড়ে। নিষ্ফলা গাছে বানরও চড়ে না। আগেই বলেছি বাবাজানের কদমে আছি প্রায় ২১ বছর কিন্তু এর মধ্যে কোনোদিন বা কখনো কারও সমালোচনা তাঁর পবিত্র মুখে শুনিনি। কেননা বাবাজানের শিক্ষা অন্যের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ তালাশ করুন।' কাজেই আল্লাহপাক মোজাদ্দেদিয়া তরিকার যে আলোকবর্তিকা বাবাজানের হাতে দিয়েছেন, সেই আলোক রশ্মি যেন সারাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের অন্তরে জ্বালাতে পারেন।

কামেল পীর-মুর্শিদ সম্পর্কে বর্তমান সমাজে যে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার রয়েছে তা দূর করে, মানুষের ময়লাযুক্ত অন্ধকার ক্বলবে আল্লাহ নামের জিকির জারির মাধ্যমে মৃত্যু বরণ করতে পারি। সেই জন্য আল্লাহপাকের দরবারে সাহায্য চাই। আমার বয়সী অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত থাকে রাত-দিন অথচ আল্লাহপাক আমাকে খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের উছিলায় সে-সব থেকে মুক্ত রেখেছেন। তাই বাবাজানের রাঙা চরণে গোলামের আর্তনাদ –

যেখানে যখন যেভাবেই থাকো তুমি বাবা
আমাকে রেখো তোমার চরণের সেবায়।
তুমি আছো তাই আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে
মন-প্রাণ সব উজার করে দিয়েছি তোমায়।

বাবাজানের পাক কদমে যা পেয়েছি

শেষ পৃষ্ঠার পর

নাকি নায়েবে রসুল? কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তিনি হলেন নায়েবে রসুল। আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ ইহকাল ও পরকালের কঠিন পথের দিশারী খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে দরবারের আসা-যাওয়া শুরু করলাম এবং ততো দিনে প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক গুরু-রাত্রিতে উপস্থিতসহ দরবারের বিভিন্ন খেদমতের কাজে স্বদিচ্ছায় অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করি। কারণ আত্মায় নির্মল শান্তি পাওয়া যায় তাই। তখন বাবাজানের কাছে যতবার সাক্ষাৎ করতে যেতাম, ততবারই বাবাজানকে বলতাম বাবা, আমার নাম আপনার পবিত্র মুখে উচ্চারণ করেন। প্রায়ই বাবাকে অনুরোধ করতাম। এরই মধ্যে একদিন সাক্ষাৎ করতে গেলাম, বাবাজান আমাকে বললেন, মা, মুরিদের নাম একবার বললেই চলে।' তারপর প্রায় এভাবেই অনেকদিন কেটে গেল। দেখতে দেখতে এসে পড়লো মহাপবিত্র ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা। প্রস্তুতি মিটিংয়ে কিছু সংখ্যক পীর-বোনদের উপস্থিত থাকার জন্য বাবাজান বললেন। সেই মিটিংয়ে মোতালেব ভাইজান ও বাবু ভাইজানকে নিয়ে পরামর্শ করে আমাদেরকে যার যার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ বাবাজান আমাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে, আমার নাম ধরে ডাকলেন। বাবাজানের পবিত্র মুখে আমার নাম শুনে কিছুক্ষণের জন্য আমার ভিতরে আমি ছিলাম না। ভাবলাম এ কী করে সম্ভব! বাবাজানের অগণিত ভক্ত, আশেক মুরিদের মধ্যে প্রতিদিন অসংখ্য ভাই-বোনেরা আসেন সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে। কত মানুষ, কত নাম তবুও তাঁদের মধ্যে আমার নামটা বাবাজান স্মরণ রাখলেন! আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ি। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না।

সুফিবাদই যে শান্তির পথ সে পথের সহযাত্রী না হলে, এত সজীব সুগম মাধুর্য্যময় শিক্ষাধারা সুন্দর ও পবিত্র পথ, সে পথের সন্ধান হয়তো আমি কোনোদিন জানতাম না মুর্শিদ ক্বেবলাকে না পেলে। সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের নিয়মে নকশ্বন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বাইয়াত গ্রহণ করেছি পীরে-কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ (মা.জি.আ.) খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের কাছে। তরিকা গ্রহণের পর থেকে আমি ধীরে ধীরে অজানাকে জানতে পারছি। অচেনাকে চিনতে পারছি এবং প্রতিনিয়ত যা শিখে চলেছি, তা হলো, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা, প্রতি নিঃশ্বাসে আল্লাহ নামের জিকিরে নিজের দিল-ক্বলব-হৃদয়কে জাগ্রত রাখা এবং নামাজে এলোমেলো চিন্তার বেড়া জাল থেকে মুক্ত হয়ে, হুজুরি দেলে নামাজসহ অন্যান্য ইবাদত করা। কারণ, ইবাদত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, সেখানে দুনিয়ার চিন্তা নিয়ে নামাজ পড়লে পূণ্যেরচেয়ে পাপের আশঙ্কাই বেশি থাকে। তাই সম্মানীত জাকের, জাকেরিন, পাঠক ভাই-বোনদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, মহান আল্লাহ এবং রসুল (সাঃ)এর নির্দেশ মত, সত্য তরিকার প্রেমময় ছায়াতলে আসুন, যেখানে রয়েছে ইহকাল-পরকাল দুইপারের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। তরিকার শিক্ষা এমন মহৎ যে, এক মানুষ আরেক মানুষকে হিংসা করতে পারবে না। হিংসা বিদ্বেষ ভুলে যেতে হবে। অন্যের দোষ তালাশ না করে নিজের দোষ তালাশ করা। পরনিন্দা করা থেকে নিজেকে সবসময় বিরত রাখা। মিথ্যা না বলা। মা-বাবার সেবা করা, গুরুজনদের প্রতি সম্মান, ভক্তি শ্রদ্ধা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রকাশ করা এবং তা বহাল রাখা। শুদ্ধ মানুষ হওয়ার অঙ্গীকারসহ নিয়মিত এই তরিকার আমল করা শিখছি। খাজাবাবা কুতুববাগীর কাছে না এলে এসবের কিছুই জানতাম না। অন্ধের মত বাতিহীন হয়ে এক সময় পৃথিবীর মোহ-মায়া ছেড়ে পরপাড়ে চলে যেতাম। আবার আলোহীন অন্ধকারে জেগে উঠতে...। খাজাবাবা কুতুববাগীর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করার পর অন্তত এই বিষয়ে নিশ্চিত করে জানতে পেরেছি। তাই মরাদম পর্যন্ত খাজাবাবার কদম মোবারকে থাকতে চাই। আত্মশুদ্ধি করে ইমানের সঙ্গে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিতে চাই।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ কর।
–আল কোরআন

আমার আলো

নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দরে কুতুববাগ দরবার শরীফের নির্মাণাধীন জামে মসজিদের নকশা

স্বপ্নে দেখা সেই নূরাণী মানুষের সাক্ষাৎ

এ্যাডভোকেট মির্জা মাহবুব সুলতান বেগ বাচ্চু

বহুবার নির্বাচিত জনপ্রিয় সংসদ সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, বর্তমান মহাজোট সরকারের বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জনাব ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক দীর্ঘজীবন রাজনীতির মাঠে-ময়দানে ছুটছেন। সৎ ও নীতিবান রাজনীতিবিদ হিসেবে গণমানুষের বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে স্বাধীনতার পর এই ৪৩ বছরে বারবার মহান জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে দেশ ও জনগণের সেবা করে আসছেন। চলতি পথপরিক্রমায় তিনি প্রায় রাতেই নূরাণী চেহারার ধবধবে পোশাক পরিহিত এক জ্যোর্তিময় মানুষকে স্বপ্নে দেখতেন। দিনের শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর কথা ভুলতে পারতেন না। বাস্তবে এক নজর দেখার জন্য রাজনৈতিক মাঠে-ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার ভিড়ের মধ্যেও খুঁজে ফিরতেন স্বপ্নে দেখা সেই নূরাণী মানুষকে। জীবনের অনেক পথ পাড়ি দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাটমন্ত্রণালয়ের বর্তমান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন পর হঠাৎ এক শুভক্ষণে, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকাস্থ কুতুববাগ দরবার শরীফের মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমা ২০১৪-এর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পান। অনুষ্ঠানস্থল দরবার শরীফ সংলগ্ন আনোয়ারা উদ্যানের সুবিশাল ময়দান। মন্ত্রী

> *বাস্তবে কোনো মানুষকে না দেখে স্বপ্নে দেখা, আবার স্বপ্নে দেখা সেই মানুষকে এরকম আকস্মিকভাবে বাস্তবে দেখা, এমন অলৌকিক অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম*

মহোদয় কুতুববাগ দরবার শরীফে উপস্থিত হয়ে ক্বেবলাজানের সাক্ষাৎ লাভ করেন। বাবাজানকে দেখেই তিনি বিস্মিত হন এবং ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে স্বপ্নে দেখা সেই নূরাণী চেহারার মানুষের সঙ্গে বাবাজানের হুবহু মিল দেখে অনেকক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকেন বাবাজানের চেহারা মোবারকের প্রতি।

আর মনে মনে বলছেন, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর অলি-বন্ধু এবং প্রাজ্ঞজন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মন্ত্রী মহোদয়ের এমন হাল-অবস্থা দেখে ক্বেবলাজান হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, এমন করে কী দেখেন মন্ত্রী বাবা?' মন্ত্রী মহোদয় তাঁর স্বপ্নের কথা বিনয়ের সঙ্গে বললেন। বাবাজান শুনলেন কোনো মন্তব্য করলেন না। মন্ত্রী মহোদয় ভাবছেন, দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। কিন্তু বাস্তবে কোনো মানুষকে না দেখে স্বপ্নে দেখা, আবার স্বপ্নে দেখা সেই মানুষকে এরকম আকস্মিকভাবে বাস্তবে দেখা, এমন অলৌকিক অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। ব্যস্ততার কারণে সেদিন তিনি বেশি সময় ক্বেবলাজানের কাছে থাকতে পারেন নি। তবু যেন এক ঐশ্বরিক প্রশান্তির পরশ নিয়ে সেদিনের মতো চলে আসেন। কিন্তু মনের ভিতর শুধু একটি প্রশ্ন তাঁকে আলোড়িত করে রাখে। কী এক অজানা কৌতূহলে অন্তর-মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাঁর। ভাবছেন, এওকি সম্ভব? যা-ই হোক, সেদিন দরবার শরীফের হুজরাখানার বাহিরে আরো অনেক তরুণ ও যুবকসহ বিভিন্ন বয়সের আশেক-জাকের ভাইয়েরা উপস্থিত ছিলেন। ■ ৩-এর পাতায় দেখুন

বাবাজানের পাক কদমে যা পেয়েছি

ফারহানা ইয়াসমীন মুন্নী

আত্মার উন্নতি ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষের জীবনকে পরশ পাথরের মতো মূল্যবান করে তোলার জন্য এবং নাজাত শিক্ষার শিক্ষক হিসাবে আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ, আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, যুগশ্রেষ্ঠ সুফি-সাধক, হেদায়েতের হাদী, আঁধারে আলোর নূর নক্‌শাবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বর্তমান একমাত্র খেলাফতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক খাজাবাবা শাহ্‌সুফি কুতুববাগী (মা.জি.আ.) ক্বেবলাজান হুজুরের আগমন। আমরা বাবাকে কোন চোখে দেখবো জান্নাতের ফুল, চোখের মনি,

■ ৩-এর পাতায় দেখুন

সহজ মানুষের সঙ্গলাভে নতুন জীবন

মোঃ সাইফুল ইসলাম দীপক

মাসিক 'আত্মার আলো' প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার সময় থেকেই আমার শ্রদ্ধেয় কয়েকজন জাকের ভাই বললেন, লেখা দেওয়ার জন্য। চিন্তা করে পাই না কীভাবে লিখব। কথায় হয়ত প্রকাশ করতে পারি; কিন্তু লেখায় প্রকাশ করার মতো ভাষা-জ্ঞান আমার নেই। এই লেখাটির দুদিন আগে আমার মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী নিজেই বললেন, আপন পীরকে খেয়াল করে কলম ধরেন। মুর্শিদের সেই হুকুমকে মাথায় নিয়ে লেখার এই চেষ্টা।

খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের কথা আমি প্রথম শুনি শ্রদ্ধেয় জাকের, মাহবুব ভাইয়ের কাছে। সম্ভবত ২০০৫ সালের শুরু অথবা তারও কিছুদিন আগে। এমন একটা সময়, যখন আমার জীবনে চরম এক অশান্তি চলছে পারিবারিকভাবে। তার উপর এই মানসিক অশান্তির সঙ্গে শারীরিকভাবেও অসুস্থ ছিলাম, সবকিছু মিলে দুর্বিসহ সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। মাহবুব ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় ১৯৯৯ সালে আমার প্রথম চাকুরির সুবাদে। এরপর আমি অন্য কোম্পানিতে চলে যাই। কিন্তু কী এক বিচিত্র কারণে মাহবুব ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রয়ে গেল। আমার সেই কষ্টের সময় প্রায়ই মাহবুব ভাইয়ের কাছে যেতাম। গেলে ভালো লাগত, তাঁর সঙ্গে কথা বলে মন-কষ্টের ওজন থেকে হাল্কা হওয়া যেত। তাঁর পরামর্শে আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে থাকে। ঘুরে দাঁড়ানোর একটি মানসিক শক্তি নিজের কাছেই আছে মনে হতে লাগলো! সেই নিজেকে যদি আরও শক্তিশালী করতে হয়, তাহলে একজন গুরুর দীক্ষা নেওয়া খুবই প্রয়োজন।

অনেক কথায়ই তো মাহবুব ভাই বলতেন এবং পরক্ষণেই বলতেন, এটা আমার কথা না, বাবার কথা।' তখন থেকে খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের

■ ৩-এর পাতায় দেখুন

আমার আদর্শ মহাপুরুষ

মোহাম্মদ মোতালেব

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সব কিছুরই পরিবর্তন হয়। ঠিক তেমনি আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের কদমে গোলামী করে পরিবর্তন হলো আমার মত এক নালায়েক মিসকিনের জীবন। বাবাজানের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করার আগে পীর-ফকির তেমন বিশ্বাস করতাম না। সবসময় মনে হতো নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত এগুলোই যথেষ্ট। কিন্তু বহু ভাগ্য গুণে যখন মুর্শিদ-ক্বেবলাকে পেলাম তখন বুঝলাম, আমার ধারণা পুরোপুরি ভুল ছিল।

বাইয়াত গ্রহণ করে বাবাজানের সংস্পর্শে এসে দেখলাম, তিনি জাহের-বাতেন তথা শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত এবং মারেফতের ইলেম শিক্ষা দেন। মা-বাবার খেদমত, গুরুজনদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, মানবসেবা, বড়দের প্রতি সম্মান, ছোটদের প্রতি স্নেহ-আদর, আলেম-ওলামাদের প্রতি সম্মান করার শিক্ষা দেন। বিপদেআপদে ধৈর্য্য ধারণ, নিজেকে নিয়ে অহংকার না করা, নিজেকে বড় না ভেবে ছোট ভাবা, অন্যের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ তালাশ করা। ধ্যান-মোরাকাবা-মোশাহেদা, আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা, নামাজে হুজুরীসহ সব ধরনের ইলেম শিক্ষা দিয়ে আশেক-জাকের মুরিদ-সন্তানদেরকে আল্লাহ-রসুলের আদর্শে এক আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছেন। যে শিক্ষা এর আগে অন্য কোথাও পাইনি। যিনি সবসময় রসুলপাক (সাঃ)-এর সত্য তরিকার দাওয়াত মানুষের কানে কানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, বর্তমানের এই ফেৎনা-ফাসাদের জামানায় মানুষকে অন্ধকার থেকে তুলে আলোর পথ দেখাতে দেশ-বিদেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ক্লান্তিহীন ছুটে যাচ্ছেন। খাজাবাবা কুতুববাগীর সৎ ও সুন্দর আদর্শ, ন্যায়-নীতি এবং আশেক-জাকের-মুরিদদেরকে সত্য ও ন্যায়-নীতির পরামর্শ দানের কারণে, তিনি হয়ে উঠেছেন এক আদর্শ মহাপুরুষ।

> *আমার অনুভূতি থেকে বলতে পারি, একজন কামেল মুর্শিদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে মুরিদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া, যার প্রকৃত উদাহরণ আমি। কারণ আমার কোন কিছুর প্রয়োজন হলে বাবাজানের কাছে নালিশ করেছি এবং কিছু দিনের মধ্যেই তা পূরণ হয়েছে*

মুর্শিদের সান্নিধ্যে এসে আমার মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে, তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে সৎভাবে বেচেঁ থাকা, মানুষের সঙ্গে ভদ্র, সুন্দর-কোমল আচরণ করা, মিথ্যা না বলা, পরনিন্দা না করা, নিজেকে আত্ম সংযমের মধ্যে রাখা ইত্যাদি। তাই আমার অনুভূতি থেকে বলতে পারি, একজন কামেল মুর্শিদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে মুরিদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা,

■ ৩-এর পাতায় দেখুন

প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ, সম্পাদক : হাজী মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ্, আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। *সদর দপ্তর :* কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)